JAN. 29 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃঃ 7 কলাম ... 8 ...

ভুল সংশোধ
করতে গিয়ে
বিধি লঙ্ঘন

কাগজ প্রতিবেদক : ভুল সংশোধন ক
গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদে
গতকাল জাতীয় সংসদে বিধিবহির্ভূত
বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হবে
হুইপিং বিভ্রাটের কারণে জাতীয় শিক্ষা
সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের
আলোচনার সুযোগ থেকে শিক্ষামন্ত্রী বা
হন। ফলে উক্ত প্রস্তাবটি সং
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পরও
সংশোধনের জন্য কার্যপ্রণালী বিধি ল
করে তাকে পুনরায় বক্তব্য রাখার সু
দেওয়া হয়।

উত্থাপিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হিসে
এ এস এচই কে সাদেককে আলোচ
সুযোগ না দিয়েই প্রস্তাবটি কণ্ঠভোটে
হয়ে যায়। বৈঠক থেকে শিক্ষামন্ত্রী
হুইপবৃন্দ এ ব্যাপারে ডেপুটি স্পিকারের
এডভোকেট আব্দুল হামিদের দৃষ্টি আকর্ষণ
করলে তিনি জানান, প্রস্তাবটি পাস হয়ে
গেছে। এর ওপর আর বক্তব্য রাখার সুযোগ
নেই। পরে বৈঠকে সভাপতিত্বকারী
উক্ত প্রস্তাবের ওপর আলোচনার জন্য ফ্লোর
দেন। ততোক্ষণে দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী
অন্য একটি বিষয়ের ওপর আলোচনা
চলছিল।

জাতীয় সংসদের গতকালের বৈঠকে দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি সরকারের অনুমোদন লাভ করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও সংসদে উপস্থাপিত শিক্ষানীতির সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে এর ওপর আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন সরকারি দলের সাংসদ আব্দুল লতিফ মির্জা। কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে এ ব্যাপারে কোনো সময় নির্ধারিত না হওয়ায় হুইপের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী ডেপুটি স্পিকার প্রস্তাবটির ওপর আলোচনার জন্য সংসদ সদস্যদের ফ্লোর দেন।

এ বিষয়ে ৫ জন সাংসদের বক্তৃতার পর ডেপুটি স্পিকার এডভোকেট আব্দুল হামিদ প্রস্তাবটি সংসদে ভোটে দেন। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ চেষ্টা করেও ডেপুটি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। ততোক্ষণে প্রস্তাবটি কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং

করতে গি

দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির
সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের
আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এ সময়
স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে,
প্রস্তাবের ওপর আর বক্তব্য রাখার
নেই বলে তিনি জানান।

এর পরই বৈঠকে স্পিকারের অ
বসেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল
সিদ্দিকী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর
বক্তার আলোচনা শেষ হওয়ার পর
বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন
স্বীকার করা লজ্জার নয়, গৌরবের।
ভুল সংশোধনের জন্য এসময় শিক্ষাম
ফ্লোর দেন। শিক্ষামন্ত্রী উক্ত প্রস্তাবের
প্রায় ২৫ মিনিট বক্তব্য রাখেন
কার্যপ্রণালী বিধির সুস্পষ্ট লংঘন।

প্রসঙ্গত, কার্যপ্রণালী বিধির ২৯৪
অনুযায়ী স্পিকার কর্তৃক কোনো
সম্পর্কে হাঁ ও না সূচক ধ্বনি ভোট গৃ
হওয়ার পর কোনো সদস্যই প্রস্তাব সম্
বক্তৃতা করবেন না।

এ সময় সংসদে সংসদ নেতা
উপনেতা উপস্থিত ছিল না। চ
অধিবেশনের অধিকাংশ বৈঠকের ম
ফোরাম সংকট অব্যাহত ছিল গতকালও